দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 NOV 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

১০৮

৫৬৬

জীবন প্রবাহ

একজন প্রবীণ শিক্ষকের আবেদন

॥ আরজিনা রহমান ॥

জনাব শাহ আলম বরিশাল জেলার আগৈলঝড়া উপজেলার জংগলপট্টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অগৈলঝড়া উপজেলার শিক্ষক কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি। প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষার পরীক্ষক। কিছুদিন পরেই চাকরি থেকে অবসর নেবেন এবং মর্যাদার সঙ্গেই অব্যাহতি পাবেন আশা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা-কি হয়েছে?

এ বছরও তিনি বৃত্তি পরীক্ষার খাতা দেখেন। পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর তালিকা রেজিস্ট্রি করে খুলনা উপ-পরিচালকের ঠিকানায় পাঠান গত ১৪ ফেব্রুয়ারীতে। ১৮ ফেব্রুয়ারী না-কি এটি খুলনা পৌঁছে। মাত্র চার দিনের হেরফের। এতেও না-কি লাগে বিপত্তি। এ জন্য গত ১৩ মার্চ হতে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। তাঁকে জানানো হয়, গত ১৪ ফেব্রুয়ারীর তাঁর রেজিস্ট্রি করা চিঠি উপ-পরিচালক না-কি ১৬ মার্চ পেয়েছেন। অর্থাৎ এ চিঠি এসেছে এক মাসে। শৈলা পোস্ট অফিস থেকে তিনি এ চিঠি ছাড়েন খুলনার ডাকে। অন্যদিকে ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল জানিয়েছেন শাহ আলমের চিঠিটি না-কি গত ১৮ ফেব্রুয়ারীতেই বিলি করা হয়েছে।

এবার আসে আরেক অভিযোগ। শাহ আলম না-কি কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই এ বছর ১৩ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন। যিনি এ অভিযোগ করেন তিনি নিজেই কিন্তু এ বছর গত ২২ মার্চ স্কুল পরিদর্শনে

২-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

জীবন প্রবাহ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসেছিলেন। শিক্ষকদের হাজিরা খাতায় তিনি শাহ আলমের নামের পাশে কোন কিছুই লিখেননি। কারণ অন্য এক শিক্ষকও সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি তার বিরুদ্ধেই লিখেছিলেন ...

এবং অন্যান্য সদস্যরা স্বাক্ষর দেন।

এরপর তিন মাস কেটে যায়। শাহ আলম এখনও কাজ করার অনুমতি পাচ্ছেন না। আর ক'মাস মাত্র বাকী। জনাব শাহ আলম এবার অবসর নেবেন। নিষ্কলঙ্ক চাকরি জীবনের প্রান্তে এমন একটি অঘটন ঘটে গেল। শাহ আলমের মনে তাই ভীষণ যন্ত্রণা। তিনি কখনো কর্তব্যে অবহেলা করেননি। আলস্যে সময় কাটাননি। তবু ঘটে গেল এ দুর্ঘটনা। তাঁর মতে, কর্তৃপক্ষের হাতে শাহ আলমের চিঠিটি ঠিকভাবে যেন পৌঁছে সে জন্য তিনি নিজে খুলনায় এসে চিঠিটা দিয়েছিলেন। এ কারণে সামান্য দেরীতে যে চিঠিটা পৌঁছেছে এই-ই তার অপরাধ হতে পারে। এছাড়া তাঁর অন্য কোন ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছেন না। আর এ কারণেই তাঁকে শেষ মুহূর্তে এভাবে হয়রানি হতে হচ্ছে। কথাগুলো প্রবীণ শিক্ষক ভাবেন, মনে মনে দুঃখিত হন।

এ বছর গত ২৪ এপ্রিল এবং ২ অক্টোবর মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা-এর কাছে আলাদা আলাদাভাবে দু'টো আবেদন জানান শাহ আলমের কথাটা দয়া করে যেন বিবেচনা করা হয়। এখন তিনি দারুণ অশান্তি আর দুঃখ-কষ্টে আছেন।